THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Ali Ibn Abi Talib
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম আলী ইবনে আবি তালিব রা. (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ১১ জমাদিউস সানি ১৪৪০ / ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৯
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : উমেদ; +৮৮০১৯১২০৮১৬৯৯

ISBN : 978-984-92292-9-2

মূল্য ■ ৳ ৭০০.০০ (সাত শত টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com

সূচিপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর সামাজিক জীবন : সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ

৩.১। তাওহীদের প্রতি আহ্বান এবং শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৮
৩.২। তার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ৪৯
৩.৩। আলী ইবনে আবি তালিব রা. এবং কবিতা ৫৪
৩.৪। আলী রা.-এর অমূল্য বাণী ৫৬
৩.৫। আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর মন্তব্যসমূহ ৬২
৩.৬। আত্মিক রোগের ব্যাপারে সতর্কতা ৬৮
৩.৭। ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন ঘটনায় লোকজনের ইসলাহ ৭৮
৩.৮। পুলিশ বাহিনী গঠন ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

আলী রা.-এর সময়ের আর্থিক ও বিচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ফিকহী বিষয়ে তাঁর কিছু মতামত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থা ৯৯

২.১। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত ১০১
২.২। খুলাফায়ে রাশেদিনের বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় দিকসমূহ ১০৫
২.৩। আলী রা.-এর সবচেয়ে বিখ্যাত বিচারক ছিলেন যারা ১০৯
২.৪। আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর বিচার পদ্ধতি ১১২
২.৫। বিচারকদের নিকট প্রত্যাশিত সতর্কতা ১১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর ফিকহ

৩.১। ইবাদতের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত মাসায়েল ১১৮
৩.২। হাদ্দ এর শাস্তি ১৪৯
৩.৩। কিসাস ও অঙ্গহানির শাস্তি ১৬৩
৩.৪। শৃঙ্খলামূলক শাস্তি ১৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাহাবী ও খুলাফায়ে রাশেদিনের মতামতকে শরীয়াহর দলীল হিসেবে গ্রহণ ১৭৮

৪.১। আল্লাহর কিতাব হতে দলীল ১৮৫
৪.২। সুন্নাহ হতে দলীল ১৮৮
৪.৩। অন্যান্য বর্ণনা হতে দলীল ১৮৯
৪.৪। সাহাবীদের মতামত মানা বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে ১৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর এর যুগে গভর্নরগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ড ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ

১.১। মক্কা মুকাররমা ১৯২
১.২। মদীনা মুনাওয়ারা ১৯৩
১.৩। বাহরাইন ও আম্মান ১৯৫
১.৪। ইয়ামান ১৯৫
১.৫। সিরিয়া ১৯৭
১.৬। মেসপটোমিয়া (আল-জাযিরা) ২০৩
১.৭। মিসর ২০৪
১.৮। বসরা ২২৩
১.৯। কূফা ২৩৪
১.১০। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ ২৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর যুগে গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া

২.১। উসমান রা. কর্তৃক নিযুক্ত শাসকদের ব্যাপারে আলী রা. ২৪৩
২.২। কর্মকর্তাদের নজরদারি, নির্দেশ ও জরুরী পরামর্শ ২৫৬
২.৩। প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রদত্ত ক্ষমতা ২৫৯
২.৪। আলী রা.-এর প্রশাসনিক দর্শন ২৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

উটের ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহ

ভূমিকা ২৮৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : উটের যুদ্ধ-পূর্ব ঘটনাপ্রবাহ ২৯১

১.১। ফিতনা সৃষ্টিতে সাবায়ীদের ভূমিকা ২৯২

১.২। উসমান রা.-কে হত্যার প্রতিশোধ নিতে বিভিন্ন মত ৩০২

১.৩। যুবায়ের, তালহা ও আয়েশা রা.-এর বসরা গমন ৩০৫

১.৪। আলী রা.-এর কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ৩২৭

১.৫। আপোসরফার চেষ্টা ৩৩৮

১.৬। যুদ্ধের সূচনা ৩৪৩

১.৭। আয়েশা রা. এবং আমীরুল মুমিনীন আলী রা. ৩৭১

১.৮। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.-এর জীবন ও শাহাদাত ৩৯৭

১.৯। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর জীবনী ৪২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সিফফিনের যুদ্ধ (৩৭ হি.)

২.১। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ৪৩৬

২.২। যুদ্ধের শুরু ৪৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলী রা.-এর সামাজিক জীবন : সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ

৩.১। তাওহীদ-এর প্রতি আহ্বান এবং শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান, মানুষকে ঈমানের মর্ম ও এর উপর নির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহর উপর ভরসা ও তাকে ভয় করা; আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও তার গুণাবলির পরিচয় তুলে ধরে মানুষকে তার সত্তা সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং সর্বপ্রকার শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই—এরকম বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ ছিল আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন। তিনি সর্বদা তাওহীদের প্রতি অন্যকে দাওয়াত এবং শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন, যার কিছু দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো।

৩.১.১। বান্দা তার পালনকর্তা ব্যতীত অন্য কারও নিকট কিছু আশা করবে না এবং নিজের গোনাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে সে ভয় করবে না

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَرْجُوَنَّ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ

> বান্দা তার পালনকর্তা ব্যতীত অন্য কারও নিকট কিছু আশা করবে না এবং নিজের গোনাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে সে ভয় করবে না।

এটি দারুণ এক সুন্দর বাণী; বেশ সুশোভিত এবং অর্থবহুল। নিশ্চয় আশা কল্যাণকর বস্তুর সঙ্গেই সম্পর্কিত, আর ভয় সম্পর্কিত মন্দ জিনিসের

সঙ্গে। বান্দার গোনাহের কারণেই তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে; যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিই।[১]

সুতরাং আশাবাদী ব্যক্তি কল্যাণ অর্জনের পথ ও অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বেড়ায়। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ নেয়ামত দিতে পারেন না এবং তিনি ছাড়া কেউ মুসিবতও দূর করতে পারেন না।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۭ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দিই। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[২]

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দিই, তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির আশা ও আকাঙ্ক্ষা বেড়ে ওঠে। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, মূলত সে-ই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস—কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি—অনুসন্ধান করে। কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা যায়; যেমন তিনি বলেছেন,

[১] সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩০।
[২] সূরা ইউনুস, ১০:১০৭।
[৩] সূরা ফাতির, ৩৫:২।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তা হলে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে না; এবং যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তা হলে তার পরে আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং মুমিনগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।[৪]

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

আর যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ আমাদেরকে তার অনুগ্রহ দান করবেন এবং তার রাসূলও। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত।'[৫]

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

যাদের মানুষেরা বলেছিল যে, 'নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর।' কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!'[৬]

এজন্য তারা বলে, حَسْبُنَا اللّٰهُ (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট) মানে সব মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের এ কথা বলতে আদিষ্ট করা হয়েছে : আমাদের নেয়ামত দান করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার বান্দার বিপদ দূর করা এবং বান্দাকে কল্যাণ দান করার জন্য যথেষ্ট। ﴿আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?[৭]﴾ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপর ভরসা করবে,

[৪] সূরা আল-ইমরান, ৩:১৬০।
[৫] সূরা আত-তাওবা, ৯:৫৯।
[৬] সূরা আল-ইমরান, ৩:১৭৩।
[৭] দেখুন : সূরা যুমার, ৩৯:৩৬।

আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন এবং তার জন্য নিজের নেয়ামতকে হারাম করে দেবেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার এত, যে নিজের জন্য ঘর তৈরি করে; আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল— যদি তারা জানত![৮]

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿۸۱﴾ كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۲﴾

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা (অর্থাৎ ঐ কল্পিত মাবুদগুলো) তাদের সাহায্যকারী হয়। কক্ষনো না, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।[৯]

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তার কোনো শরিক না করে। আর যে আল্লাহর শরিক করে, সে যেন আকাশ হতে পড়ল; অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল।[১০]

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿۲۲﴾

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ সাব্যস্ত করো না, তা হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।[১১]

[৮] সূরা আনকাবুত, ২৯:৪১।
[৯] সূরা মারইয়াম, ১৯:৮১-৮২।
[১০] সূরা হজ, ২২:৩১।
[১১] সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:২২।

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তারই ইবাদত কর ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।[১২]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য আমল করবে আর আশা করবে যে, এই আমল তাকে উপকার করতে পারবে, তার এই কর্ম-কীর্তি সবই ব্যর্থ হবে এবং ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার এত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে, সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾

[১২] সূরা আনকাবুত, ২৯:১৭।
[১৩] সূরা আন-নূর, ২৪:৩৯।

যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে, তাদের আমলসমূহের দৃষ্টান্ত হলো এমন ছাইয়ের এত, প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে যা বহন করে নিয়ে যায়। তারা যা অর্জন করেছে, তার মাধ্যমে কিছুই করতে পারে না। এ তো ঘোরতর বিভ্রান্তি।[১৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

আর তারা যে কাজ করেছে, আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۧ

তুমি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেক না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১৬]

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যে কারও উদ্দেশ্যে করা সমস্ত আমলই বাতিল এবং অসার। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য আমল করবে, তার সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই বাতিল এবং অসার হয়ে যাবে। আর আশাবাদী ব্যক্তিটি কখনো তার আমল দ্বারা, আবার কখনো তার হৃদয়ের বিশ্বাস, আস্থা ও প্রার্থনার মাধ্যম তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভ করার আশা করে; এটিও তার জন্য এক প্রকার ইবাদত এবং এক প্রকার সাহায্য প্রার্থনা। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾

আপনারই আমরা ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই।[১৭]

[১৪] সূরা ইবরাহিম, ১৪:১৮।
[১৫] সূরা আল-ফুরকান, ২৫:২৩।
[১৬] সূরা আল-কাসাস, ২৮:৮৮।
[১৭] সূরা ফাতিহা, ১:৫।

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং এবং তাঁর উপর নির্ভর কর।[১৮]

قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ

বল, 'তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, আমি তার উপরই নির্ভর করি আর এবং তারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।[১৯]

আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই যাবতীয় কল্যাণ ও নেয়ামত লাভ করে। আবার যে কোনো প্রকার অনিষ্টতা এবং অকল্যাণ থেকেও রক্ষা পেতে পারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং অনুগ্রহে। আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত ভালো আর মন্দ সৃষ্টিকারী। যেসব উপায়-উপকরণ ও কাজ এদিকে ইশারা করে, সেগুলোও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই সমস্ত উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন; হতে পারে, কোনো জীবিত সত্তা—তথা ফেরেশতা, জীন, মানুষ বা অন্য কোনো জীব-জন্তুর মাধ্যমে এটি সংঘটিত হোক, কিংবা আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক ক্ষমতার মাধ্যমে সংঘটিত হোক, কিংবা বাতাস পানি আর অন্য কোনো প্রভাবে সংঘটিত হোক। এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনি ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা এবং শক্তি নেই।[২০] তিনি যা ইচ্ছে করেন, তা-ই ঘটে এবং হয়। আর যা ইচ্ছে করেন না, তা ঘটে না এবং হয় না। সতরাং আশা-আকাঙ্ক্ষার সবটাই তার জন্য হওয়া আবশ্যক। তাওয়াক্কুল তার উপর করা আবশ্যক। আর দুআও তার নিকটই করা জরুরি। আল্লাহ যদি সংঘটিতব্য বিষয়টির ইচ্ছে করেন, তবে তা অতি সহজ করে দিই—যদিও মানুষ সেটি না হওয়ার কামনা করে। আর যদি কোনো বিষয়ের ইচ্ছে আল্লাহ না করেন, সমস্ত মানুষও যদি সেটা কামনা করতে থাকে, তবু তা আল্লাহ অসংঘটিত রেখে দিই।[২১] এই কথাগুলোই আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই

[১৮] সূরা হুদ, ১১:১২৩।
[১৯] সূরা আর-রাদ, ১৩:৩০।
[২০] *আল-ফাতওয়া*, ৮/১০২।
[২১] প্রাগুক্ত।